গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.০৮৬(অংশ-১).১৭-৬৬৪

তারিখঃ ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ ব.
১১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ০৫/০৭/২০১৭ তারিখে প্রদত্ত অন্তবর্তীকালীন আদেশ নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্ত গৃহীত ব্যবস্থার হালনাগাদ তথ্যাদি এ বিভাগকে অবহিতকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা, অধ্যক্ষ, মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদ্রাসা, আরমানীটোলা, ঢাকা এর ২০/৯/১৯ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা আরমানীটোলার আবুল খায়রাত রোডে অবস্থিত মাহমুদা খাতুন মহিলা কামিল মাদ্রাসা'র অধ্যক্ষ জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা-কে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি আব্দুল হাফিজ ও তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত (অধ্যক্ষ) আরবি প্রভাষক মুস্তাফিজুর রহমান মিলে মাদ্রাসার অফিস কক্ষে বিভিন্ন ভয়-ভীতি ও পরিবারের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক তাঁর (জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা'র) কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেন। উক্ত সাদা কাগজে তিনি (জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা'র) স্বেচ্ছায় দেননি। পরবর্তীতে উক্ত সাদা কাগজটি পদত্যাগ পত্র বানিয়েছে মর্মে উল্লেখ করে উক্ত বিষয়ে প্রতিকার পাওয়ার জন্য গত ০৮/১২/২০১৬ তারিখে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন দাখিল করেন।

০২। উক্ত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা কর্তৃক মাননীয় উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত মামলায় সচিব, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ডিজি, মাউশিঅ, চেয়ারম্যান, বামাশিবো, ভিসি, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিজি, ডিএমইসহ মোট ০৮ (আট) জন-কে রেসপনডেন্ট করা হয়।

০৩। রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলাটি গত ২৭/০২/২০১৬ তারিখে মহামান্য আদালত কর্তৃক শুনানী অনিষ্পন্ন রেখে নিম্নরুপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

"Pending hearing of the Rule, respondent No. 8 is directed to dispose of the application dated 08.12.2016 as evident from Annexure-C within 30 (thirty) days from the date of receipt of a copy this order in accordance with law"

০৪। পিটিশনার কর্তৃক ০৮/১২/২০১৬ তারিখে (Annexure-C মুলে) দাখিলকৃত আবেদনটি আদেশপ্রাপ্তির তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করার জন্য ০৮ নং রেসপনডেন্ট (সভাপতি, গভর্ণিং বডি, বর্ণিত প্রতিষ্ঠান)-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু ০৮নং রেসপনডেন্ট (সভাপতি, গভর্ণিং বডি, বর্ণিত প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক পিটিশনারের আবেদনটি নিষ্পত্তিকৃত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান।

০৫। ফলে পিটিশনারের ২৭/০২/২০১৭ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০৫/০৭/২০১৭ তারিখে অন্তবর্তীকালীন আদেশটি পরিবর্তন করে নিম্নরুপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

"Accordingly, the application is modified in the following terms;

Pending hearing of the Rule, the respondent Nos. 4 or 5 instead of respondent no. 8 is directed to dispose of the petitioner's application dated 08.12.2016 as evident from Annexure-C to the writ petition within 90 (ninety) days from the date of receipt of a copy this order"

০৬। উক্ত রায়ে পিটিশনার কর্তৃক ০৮/১২/২০১৬ তারিখে Annexure-C মুলে দাখিলকৃত আবেদনটি রেসপনডেন্ট নং-৮ (সভাপতি, গভর্ণিং বডি) এর পরিবর্তে রেসপনডেন্ট নং-০৪ (চেয়ারম্যান, বিএমইবি) অথবা রেসপনডেন্ট নং-০৫ (ভিসি, আইএইউ) -কে আদেশপ্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৭। এক্ষনে বর্ণিত অধ্যক্ষ কর্তৃক রিট মামলার উক্ত রায় এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৮.৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এপ্রিল/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাস পর্যন্ত (২২ মাস) সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) চেয়ে সচিব, টিএমইডি বরাবর আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

০৮। জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা (সাবেক অধ্যক্ষ) কর্তৃক ০৮/১২/২০১৬ তারিখে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরারব দাখিলকৃত আবেদন এর সাথে বিবেচ্য ২০/৯/২০১৯ তারিখের আবেদনের বক্তব্য ভিন্নরুপ পরিলক্ষিত হয়। উক্ত আবেদন দুটির বক্তব্যের ভিন্ন বিষয়গুলো নিম্নরুপ-

ক্র: নং	পিটিশনারের ০৮/১২/২০১৬ তারিখের আবেদনের বক্তব্য (রিট মামলায় যে আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে)	পিটিশনারের ২০/৯/২০১৯ তারিখের আবেদনের বক্তব্য	টিএমইডি'র মন্তব্য
০১	আমি মুহা: জিয়াউল হক মিঞা ১৯৮৭ সন থেকে অদ্য (আবেদন দাখিলের তারিখ) পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে কর্মরত আছি।	আমি গত ০১/১২/১৯৯৪ তারিখে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে ৩৩ বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন শেষে গত ২৮/০২/২০১৮ তারিখে অবসরে যাই।	অধ্যক্ষ পদে যোগদানের তারিখ ভিন্ন তাছাড়া ৩৩ বছর দায়িত্ব পালন শেষে ২৮/২/১৮ তারিখে অবসরে যাই মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্ত এপ্রিল/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি/২০১৮ পর্যন্ত সময়ের কর্মরত থাকা/না থাকার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

চলমান পাতা নং-০২

০২	হঠাৎ করে গভর্ণিং বডির সভাপতি ও তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত (অধ্যক্ষ) আরবি প্রভাষক মুস্তাফিজুর রহমান মিলে মাদ্রাসার অফিস কক্ষে পিটিশনার-কে বিভিন্ন ভয়-ভীতি ও পরিবারের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক তাঁর (জনাব মুহা: জিয়াউল হক মিঞা'র) কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেন। পরবর্তীতে উক্ত সাদা কাগজটি পদত্যাগ পত্র বানিয়েছে মর্মেও আবেদনে উল্লেখ রয়েছে।	শরীরিক অসুস্থ্যতাজনিত কারণে তিনি গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে আবেদনের (পৃ: ৪৬-৪৭) মাধ্যমে ০১ মাসের ছুটিতে যান। ০১ মাসের মেডিকেল ছুটি শেষে মাদ্রাসায় গেলে সভাপতি তাকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেন এবং তাঁর সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক বেতন-ভাতাদি বন্ধ করে রাখেন।	০৮/১২/১৬ তারিখের আবেদনে এবং ২০/৯/২০১৯ তারিখের আবেদনের বক্তব্যের মিল নেই।
০৩	যাহাতে আমি আমার চাকরির মেয়াদ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে চাকরিতে বহাল থেকে যাবতীয় কার্যাদি ও দায়িত্ব পালন করতে পারি সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন।	রিট মামলার রায়/নির্দেশনা ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৮.৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এপ্রিল/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি/২০১৮ মাস পর্যন্ত (২২ মাস) সময়ের বকেয়া বেতন-ভাতাদি (এমপিও) চেয়ে সচিব, টিএমইডি বরাবর আবেদন।	পিটিশনারের ০৮/১২/২০১৬ তারিখের আবেদনে চাহিত প্রতিকারের বিষয় এবং ২০/৯/২০১৯ তারিখের আবেদনের প্রতিকারের বিষয়ে সামঞ্জস্যতা নেই।

০৯। উল্লেখ্য যে, পিটিশনারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ডিএমই কর্তৃক গত ০৩/০১/২০১৮ তারিখে ৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০০২.১৭-০৯ নং স্মারকে কতিপয় তথ্যাদি (রিট মামলার আর্জি, পিটিশনারের আবেদনসহ অন্যান্য কাগজপত্র) চেয়ে পিটিশনার-কে পত্র প্রেরণ করা হয়। তৎপরবর্তীতে ডিএমই হতে পুনরায় উক্ত অধ্যক্ষের বরখাস্ত সংক্রান্ত কতিপয় তথ্য জানতে চেয়ে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সভাপতি বরারব ০১/৩/২০১৮ তারিখে ৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০৪.০০১.১৮-৫৭ সংখ্যক স্মারকমুলে পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু উক্ত পত্রের পরবর্তীতে ডিএমই কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি জানা যায়নি। উক্ত তথ্য জানা আবশ্যক।

১০। এমতাবস্থায় রিট পিটিশন নং-১৬১৮৮/২০১৬ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ০৫/০৭/২০১৭ তারিখে প্রদত্ত অন্তবর্তীকালীন আদেশের পরবর্তীতে বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ডিএমই হতে ০৩/০১/২০১৮ তারিখের ০৯ এবং ০১/০৩/২০১৮ তারিখের ৫৭ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পত্রদুটির উপর গৃহীত ব্যবস্থার সর্বশেষ অবস্থা কি তা আগামী ৩০/১২/২০১৯ খ্রি: এর মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত (প্রমাণকসহ) করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

০১.১২.১৯

(নূরজাহান বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বখশিবাজার, ঢাকা।
২। রেজিস্ট্রার, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ি নং-১২৪/২২, ব্লক-এ, রোড নং-০৩, পশ্চিম ধানমন্ডি মেইন রোড, বসিলা, মোহম্মদপুর, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) / উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৭। অফিস কপি/মাস্টার কপি।